OPEN ACCESS

Ind. Jr. of Mod. Res. and Rev *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 3 [Mar] Year 2026*

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

মৌলিক অধিকার: ভারতীয় সমাজে নাগরিক অধিকার রক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা

সত্য বর

ফলতা,দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ; ভারত।

Corresponding Author: *সত্য বর

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19032483

Abstract

অধিকার ভোগ ছাড়া কোন সভ্য মানুষ জীবনযাপন করতে পারে না। ভারতের মতো বৃহৎ একটি রাষ্ট্রে সকল মানুষের যাতে সমানভাবে অধিকার রক্ষিত হয় তার জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপস্থিতির কথা উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে ভারতের সমস্ত নাগরিক সমান ভাবে জাতি, ধর্ম,বর্ণ, স্ত্রী- পুরুষ, ধনী-নির্ধন,নির্বিশেষে মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের ১২ থেকে ৩৫ নম্বর ধারার মধ্যে ও তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সংবিধান চালু হওয়ার সময় ৭ টি মৌলিক অধিকার ছিল কিন্তু বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার বাদ যাওয়াতে ৬ টি মৌলিক অধিকার রয়েছে। এই মৌলিক অধিকার গুলি হল যথাক্রমে - সাম্যের অধিকার,স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার,ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার,সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার, এবং সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। ভারতীয় নাগরিকদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন সাম্যের অধিকারের ফলে আইনের দৃষ্টিতে সমস্ত নাগরিক সমান ও আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার ভোগ করে থাকে। এর ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের ঊর্ধ্বে নয়। স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার এক অনন্য তাৎপর্য বহন করে। শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বলপূর্বক কাউকে বেগার খাটিয়ে নেওয়া যায় না এবং শিশুদেরকে কলকারখানা ও কয়লা খনিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা যায় না। মৌলিক অধিকারের ফলে স্বীকৃতি পেয়েছে ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। ফলে প্রত্যেকটি বাক্তি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করতে পারে। এছাড়া ভারতীয় সমাজে সমস্ত শ্রেনি গুলি তাদের সুমহান প্রাচীন সংস্কৃতিগুলি সংরক্ষণের স্বীকৃতি পেয়েছে। এবং সংখ্যালঘু শ্রেণির জন্য শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিক তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের কাছে মৌলিক অধিকার চেয়ে দাবি করতে পারে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় সমাজে বর্ণ প্রথার জন্য ভারতীয় নাগরিকরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। নিম্ন বর্ণের মানুষেরা উচ্চ বর্ণের সমান সুযোগ সুবিধা দাবি করতে পারত না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উপস্থিতির জন্য আমরা সকলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সমান অধিকার ভোগ করতে পারি। তাই বর্তমান একবিংশ শতাব্দিতে মৌলিক অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 12-01-2026
- **Accepted:** 26-02-2026
- **Published:** 15-03-2026
- **MRR:**4(3); 2026: 228-233
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

সত্য বর. মৌলিক অধিকার: ভারতীয় সমাজে নাগরিক অধিকার রক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(3):228-233.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

KEYWORDS: মৌলিক অধিকার, সংবিধান, নাগরিক, বর্ণ প্রথা, স্বাধীনতা।

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. INTRODUCTION

ভারত হলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়ার জন্য ভারতের প্রথম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি নাগরিকদের যত বেশি সম্ভব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়। কারণ অধিকার ভোগ ছাড়া কোন নাগরিক সমাজে বসবাস ও জীবন-যাপন করতে পারে না। নাগরিকদের অধিকার ভোগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি মমত্ববোধ জাগরিত হয় ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান দেওয়া হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ভারতীয় জনসমাজে সমস্ত মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারত না। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে ধর্ম বর্ণ জাত পাত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমানভাবে অধিকার লাভ করতে পারে তার জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকারের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিকতা ও উদারনৈতিক ভাবনার পরিচয় ফুটে ওঠে। মৌলিক অধিকার সংবিধানের স্বীকৃত হওয়ায় নাগরিক অধিকার রক্ষায় এক অনন্য পরিচয় বহন করে চলেছে। ডক্টর বি আর আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন ১," মৌলিক অধিকার হলো সবচেয়ে সমালোচিত অংশ "। মৌলিক অধিকার নাগরিক ও বিদেশী উভয়ই ভোগ করে থাকে। মৌলিক অধিকারের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেয়া হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২ থেকে ৩৫ নম্বর ধারার মধ্য এর অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় সাতটি মৌলিক অধিকারের উপস্থিতি ছিল। কিন্তু 1978 সালে 44 তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্ত হওয়ায় বর্তমানে ছয়টি মৌলিক অধিকারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকেরা এই ছটি মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকে। মৌলিক অধিকার হলো সেই সমস্ত অধিকার যা ব্যক্তির সমস্ত রকমের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। ব্যক্তির জীবনধারণের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে থাকে। ২.বিচারপতি গজেন্দ্র গাদকর বলেছেন," আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির যে কথা সংবিধানে বলা হয়েছে তার মূল ভিত্তিই হলো মৌলিক অধিকার "(সুন্দুন সিং বনাম রাজস্থান সরকার AIR 1965 SC 845)। একজন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য ও জীবনধারণের জন্য যে সমস্ত অধিকারের প্রয়োজন তার সমস্তটাই মৌলিক অধিকারের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই এই মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব তাৎপর্য অনন্য মাত্রা বহন করে।

2. METHODOLOGY

এই গবেষণায় গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেখানে প্রাথমিক উৎস হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ, আর্টিকেল, অনলাইন রিসোর্স,ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের প্রাসঙ্গিকতাকে দেখানো হয়েছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ভারতীয় সমাজে নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগকে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবের সাথে মেলবন্ধন করে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে আলোচনা করে মৌলিক অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা কে তুলে ধরা হয়েছে।

3. BRIEF DISCUSSION

পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় জনসমাজ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়েছিল। উচ্চবর্ণের মানুষদের মতো নিম্নবর্গের মানুষেরা সমান সুবিধা ভোগ করতে পারত না। উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্ন বর্ণের মানুষদের প্রতি অমানবিক আচরণ করতো। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে যাতে এই সমস্যা আর দেখা না দেয় তার জন্য প্রয়োজন ছিল সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত একটি অধিকারের। শুধু তাই নয় স্বাধীন ভারতবর্ষে বিশ্বের দরবারে ভারত বর্ষ গণতান্ত্রিক কতটা মানবিক এবং উদারবাদী সেই বিষয়টি তুলে ধরাও ছিল একটি লক্ষ্য। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানে মৌলিক অধিকার নামক বিষয়টিকে স্থান দেয়া হয়। কারণ মানুষ সমাজে বসবাস করে। প্রতিটি মানুষ অধিকারভোগে বিশ্বাসী। অধিকারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে থাকে।

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার ধারণাটি নেয়া হয়েছে আমেরিকার সংবিধান থেকে। ভারতীয় সংবিধানে তৃতীয় অংশে ১২ থেকে ৩৫ নম্বর ধারার মধ্য মৌলিক অধিকার বিষয়টি উল্লেখিত রয়েছে।। সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় মৌলিক অধিকারের সংখ্যা ছিল ৭ টি। ১৯ ৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির অধিকার বাদ যাওয়ায় বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা ৬ টি রয়েছে। এই ছয়টি মৌলিক অধিকার গুলি হল যথাক্রমে - সাম্যের অধিকার(14-18), স্বাধীনতার অধিকার(19-22), শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার(23-24), ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার(25-28), সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার(29-30), এবং সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার(32, 226)।

সাম্যের অধিকার

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত ছটি মৌলিক অধিকারের প্রথম মৌলিক অধিকার টি হল সাম্যের অধিকার। ভারতের মতো উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তে সাম্যের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে বিবেচিত হয়।৩.রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেরল্ড ল্যাস্কির মতে," সমাজের মধ্যে যদি বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে জনগণের কোনরকম স্বাধীনতা থাকতে পারে না "। অর্থাৎ তিনি সাম্য বলতে সমাজে বিশেষ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। সাম্যের অধিকারের মধ্যে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হল আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। এবং অন্যটি হলো আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার। আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান এই বিষয়টি ইংল্যান্ড থেকে ভারতীয় সংবিধানে নেয়া হয়েছে। মূলত ডাইসির

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

আইনের অনুশাসন তত্ত্ব থেকে নেয়া হয়েছে। আইনি দৃষ্টিতে সকলের সমান এর অর্থ হল ভারত রাষ্ট্রের মধ্য কোন ব্যক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকলকে আইন নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকতে হয়। ভারতের মতো বহুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট ও বহুবর্ণবিশিষ্ট রাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান বিষয়টি খুব অর্থবহ একটি দিক। একজন শিল্পপতি ও একজন সাধারণ চাষির মধ্য কোন পার্থক্য করা হয়নি এই অধিকারটির ক্ষেত্রে। ভারতীয় সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য স্বীকৃত হওয়ায় এবং ভারতীয় জনসমাজে কার্যকরী হওয়ার জন্য ভারতের গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক দিকটি সাফল্যের সাথে পরিস্ফুটিত হয়েছে। আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অর্থ হলো সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য আইন সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম পর্যায়ে ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য আইন সমান আচরণ করবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, একই অপরাধের জন্য দুজন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি খুবই প্রভাবশালী ও অন্য জন ব্যক্তি সাধারন। সে ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন অন্যরকম হবে না এবং সাধারণ মানুষটির ক্ষেত্রে আইন আলাদা হবে না। দুজনের ক্ষেত্রেই কিন্তু আইন সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ দুজনেই সমান শাস্তি ভোগ করবে। সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে সাম্যের অধিকার ভারতীয় জন সমাজে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এখানে ধর্ম বর্ণ জাত পাত নির্বিশেষে সকলে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার ভোগ করে থাকে।

সাম্যের অধিকারের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো 15 নম্বর ধারায় বর্ণিত জাতপাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে 15 নম্বর ধারায় বর্ণিত যে মৌলিক অধিকারটি রয়েছে তা কিন্তু বর্তমান দিনে খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে ভারতীয় সমাজে জাত পাত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ প্রবলভাবে দেখা দিত। কিন্তু সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাম্যের অধিকার স্বীকৃতি পাওয়াতে সকলেই এখন সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকে। কোন জনবহুলস্থানে কিংবা মন্দিরে বা প্রমদ স্থানে এখন সকলেই জাতপাত বর্ণ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে কাউকে বাধা দান করা যায় না। একজন সাধারণ মানুষ সে যদি অর্থ উপার্জন করে বড় রেস্তোরাঁ কিংবা অন্য কোন জায়গায় খেতে যায় সে ক্ষেত্রে তাকে বাধা দান করা যায় না। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে সংবিধান। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যদি কোন নাগরিকের পূর্ণ যোগ্যতা থাকে তাহলে সেই নাগরিককে কোনভাবেই সে যে বর্ণেরই হোক না কেন তাকি বঞ্চিত করা যায় না। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও আমরা দেখতে পাই যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত ভারতীয়ের নির্দিষ্ট যোগ্যতা মান থাকলেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন পক্ষপাতিত করে না।

সাম্যের অধিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অস্পৃশ্য বলে কাউকে হেনস্তা কিংবা। অমানবিক আচরণ করা যাবে না। ভারতীয় সংবিধানে 17 নম্বর ধারায় এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতে একশ্রেণীর মানুষ কি অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত করা হতো। তাদের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হতো। জ্যোতিরাও ফুলে থেকে ডঃ বি আর আম্বেদকর সকলে এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বিশেষত সংবিধান প্রণয়নকালে অস্পৃশ্যতা ভারতীয় সমাজ থেকে দূর করার জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকারের মধ্য অস্পৃশ্যতা জনিত আইন প্রণীত হয়। আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি একটি নিম্ন বর্ণের ছেলে বিভিন্ন জায়গায় সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে,কিংবা কর্মক্ষেত্রে তাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। আইন প্রণয়নের পরেও এক্ষেত্রে পুরোপুরি ভাবে অস্পৃশ্যতা সমাজের বুক থেকে মুছে যায়নি। ৪. "এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তব্য হল এই অধিকার যাতে খর্ব না হয় তার লক্ষ্য রাখা"(পিপিলস্ ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস বনাম কেন্দ্র AIR 1982 SC 1473)।

সাম্যের অধিকারের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো খেতাবের বিলুপ্তি করণ। সংবিধানের ১৮ নম্বর ধারায় এটির উল্লেখ রয়েছে। ইংরেজ শাসনকালে ভারতবর্ষে ইংরেজরা রায় বাহাদুর,নাইটহুড, নবাব, রাজা, মহারাজা এই সমস্ত খেতাব দিতেন। যা নামের আগে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এই সমস্ত খেতাবের বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। শুধুমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাদের সামরিক ও শিক্ষাগত গুনের জন্য পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ,পদ্মভূষণ,ভারতরত্ন উপাধি প্রদান করা হয়। তবে এগুলি তারা নামের আগে বা পরে ব্যবহার করতে পারবেন না। যা কিন্তু সমতার নীতিকে অনুসরণ করে। ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের অধিকার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত হলো- "৫. সাম্যের অধিকার হলো ভারতীয় গণতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি প্রস্তর "(ইন্দ্র সাহানি বনাম রাষ্ট্র মামলা,1993)। যা আজও ভারতীয় জনসমাজে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

স্বাধীনতার অধিকার

স্বাধীনতার অধিকার হলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার যা ভারতীয় নাগরিকরা ভোগ করে থাকে। সংবিধানের 19 নম্বর ধারায় ছয়টি স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই ছটি অধিকার হলো - বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্রভাবে মিলিত হওয়ার অধিকার, সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার, ভারতে সর্বত্র চলাফেরা করার অধিকার, বসবাস করার অধিকার, বৃত্তিও পেশা গ্রহণ করার অধিকার.। এই অধিকারগুলিকে একসঙ্গে ৬. নাগরিকের সহজাত অধিকার বলা হয়(পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম সুবোধ গোপাল বসু 1954)।

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকেরা স্বাধীনতার এই ছয়টি অধিকার পেয়ে চলেছে। আমরা যদি প্রত্যক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ভারতীয় কোন নাগরিক স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মতামত জ্ঞাপন করতে পারি। তাছাড়া আমরা স্বাধীনভাবে সংঘ ও সমিতি গঠন করতে পারি। অস্ত্র ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে আমরা মিলিত হতে পারি। ১৯ নম্বর ধারার বিশেষত্ব এখানেই যে একজন ভারতীয় নাগরিক ভারতের যেকোনো স্থানে গিয়ে বসবাস করতে পারে , যাতায়াত করতে পারে,এক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্র কোন রকম ভাবে বাধা দান করতে পারেনা। শুধু তাই নয় , যেকোনো ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজ প্রয়োজনে বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় সমাজে মৌলিক অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ইতিবাচক দিকটি বোঝা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বাধীনতার এই অধিকার খর্ব হতে পারে। ৭. বিচারপতি দাসের মতে,,"ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে সমাজের স্বার্থ আরও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কাছে অবদুম্মিত হতেই পারে"(এ.কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ মামলা1950)। তাছাড়া স্বাধীনতার অধিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা হলো কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করে বা দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে সেই অপরাধের জন্য একবার শাস্তি দেওয়া যায়। অর্থাৎ একই অপরাধের জন্য তাকে বারবার শাস্তি দেওয়া যায় না। ভারতীয় সংবিধানের কুড়ি নম্বর ধারা এই বিষয়টি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার। নাগরিকের ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাদের জীবনের অধিকার। যা মৌলিক অধিকারের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা জন লক বলেছিলেন একজন ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে থাকে।21 নম্বর ধারায় বর্ণিত অধিকারটি প্রশাসনের ৮. স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করে(এ.কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলা 1950)। স্বাধীনতার অধিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষার অধিকার কে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্থান দেয়া হয়। যেখানে 6 থেকে 14 বছর বয়সী প্রত্যেকটি শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই অধিকার হলো ব্যক্তির জীবনের অধিকার। ৯.এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় খুবই গ্রহণযোগ্য -" সংবিধান প্রনেতারা নাগরিকদের অধিকার দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে বাধ্যতামূলক করতে চেয়েছিলেন "(মোহিনী জৈন বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলা 1992)।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার যা সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারায় উল্লেখিত রয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে জমিদারেরা কিংবা উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্ন বর্ণের মানুষদের,সাধারণ চাষীদের বলপূর্বক জোর করে খাটিয়ে নিতো। মানুষ নিয়ে কেনা বেচা হতো। ছোট ছোট শিশুদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করতো। যা মূলত বলপূর্বক ভাবে করা হতো। এই অমানবিক অত্যাচার ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্যই সংবিধান কার্যকরী হওয়ার আগেই সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যদি আমরা লক্ষ্য করি কাউকে দিয়ে বলপূর্বক বেগার খাটানো নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১০.সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় খুবই প্রণিধান যোগ্য -" বেগার এর অর্থ হলো কোনরূপ পারিশ্রমিক ছাড়াই শ্রম বা পরিষেবা দিতে বাধ্য করা।(পিপিল ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস বনাম ভারত রাষ্ট্র ১৯৯২)। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দাস প্রথার বিলোপ সাধন অর্থাৎ মানুষ কেনাবেচা নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে। মানুষ নিয়ে কেনাবেচা এটি একটি অত্যন্ত অমানবিক দিক। এ প্রসঙ্গে কি মামলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ -" অনৈতিক উদ্দেশ্যে ১১. স্ত্রীলোক কেনাবেচা দাস বৃত্তির মধ্যে পড়ে "(শ্যামা বাই বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য মামলা ১৯৫৯)। মৌলিক অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই যে, এই অমানবিক মানবাধিকার লংঘনকারী বিষয়গুলিকে তুলে দেওয়া।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

ভারতবর্ষের মতো একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ও বহু ধর্ম বিশিষ্ট দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নম্বর ধারার মধ্যে এই অধিকারটি উল্লেখিত রয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীকৃতি পেয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভাবে ধর্মাচরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্র তাদের বাধা দান করবে না। ভারত রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে মিলেমিশে বসবাস করে। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি ধর্মকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভারত রাষ্ট্রে আমরা কখনোই প্রত্যক্ষ করি না যে জোর করে কোন ব্যক্তিকে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের একটি অভিমত গুরুত্বপূর্ণ-" জোর করে ধর্মান্তকরণ কখনো ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে পড়ে না। কারণ এর ফলে জনশৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হতে পারে ১২."(স্টেইন স্লস বনাম মধ্যপ্রদেশ মামলা 1977)। আমরা বর্তমান সমাজে যদি লক্ষ্য করি দেখবো যে কোন একটি ধর্ম যেমন হিন্দু-মুসলিম শিখ, জৈন।, ক্রিশ্চিয়ান প্রভৃতি ধর্মের উন্নতির জন্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের কে বাধ্যতামূলকভাবে কর আদায় করা যায় না। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে ২৮ নম্বর ধারায় বর্ণিত রয়েছে যে- সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা দান করা যাবে না। অর্থাৎ শিক্ষা

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

প্রতিষ্ঠানে যদি ধর্মশিক্ষা দান করা হয় তাহলে শিশু মনে তাদের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কারণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থী থাকে। ১৩.এ প্রসঙ্গে কি মামলা খুবই গ্রহণযোগ্য -" ২৮ নম্বর ধারা ধর্মশিক্ষা দানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে "(অরুনা রায় বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলা ২০০২)। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের বিষয়টি যদি আমরা বর্তমান নাগরিক সমাজের প্রেক্ষিতে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, ভারতের প্রতিটা ধর্মকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তাদের ধর্মীয় আচরণবিধি সুস্পষ্টভাবে পালন করার জন্য। এর থেকেই এর প্রাসঙ্গিকতা ফুটে ওঠে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

ছয়টি মৌলিক অধিকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হলো সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার। সংস্কৃতি হল ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য। এই প্রাচীন ঐতিহ্য অর্থাৎ সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য সংবিধানের ২৯ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে। ভারতের যে কোন স্থানে প্রত্যেকটি নাগরিকই সংস্কৃতি সংরক্ষনের অধিকার ভোগ করে থাকে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি যে তুলে ধরা হলো - আমাদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় বাড়িতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী গাছের তলায়। আবার আমরা প্রত্যক্ষ করি মুসলিম ধর্মের ক্ষেত্রে নারীরা বোরখা ব্যবহার করে। অর্থাৎ এগুলি হল তাদের নিজস্ব প্রাচীন সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতিকে ভালোবেসেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্র কোন রকম ভাবে বাধা দান করে না। সেজন্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে, সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে সব শ্রেণীর নাগরিকের এই অধিকার ১৪. আছে (আমেদাবাদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সোসাইটি বনাম গুজরাট মামলা 1974)। সংস্কৃতি রক্ষার অধিকারের পাশাপাশি ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্মভিত্তিক ও ভাষা ভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে তারা শিক্ষা সংক্রান্ত একটি অধিকার ভোগ করে থাকে। এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে তারা নিজে নিজে ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনা নিজেরাই করতে পারে। ভারত রাষ্ট্র অনুদানের ক্ষেত্রে কোন ধর্ম ও ভাষা ভিত্তিক সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করে না। আমরা যদি বর্তমান ভারতীয় সমাজে দেখি তাহলে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু বলতে সাঁওতাল, গোর্খাদের কথা বলতে পারি। আবার ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু বলতে মুসলমান, জৈন পার্শিয়ান দের কথা বলতে পারি । মুসলিমরা যেমন শিক্ষার অধিকার অনুযায়ী মাদ্রাসা বোর্ড স্থাপন করতে পারে ঠিক তেমনি আমরা দেখতে পাই সাঁওতালদের জন্য সাঁওতালি স্কুল,ও গোর্খাদের জন্য আলাদা স্কুল থাকে। এক্ষেত্রে ভারত সরকার এ সংখ্যালঘুদের জন্য সমস্ত রকমের সরকারি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে।

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত শেষ মৌলিক অধিকারটি হল সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। এটি মূলত ব্যক্তি নাগরিকের প্রতিকারের একটি অধিকার। সংবিধান অনুসারে ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ও ২২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টে আবেদন করা যায়। কোন ভরতীয় নাগরিক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে বা মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য করা হলে সেই নাগরিকটি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে রিট পিটিশন অনুযায়ী আবেদন করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে কোন এক জায়গায় আবেদন করতে ১৫. পারেন (কচুনি বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলা 1959, এম.কে. গোপালন বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মামলা 1955, বাসাপ্পা বনাম নাগাপ্পা মামলা 1955)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হলে সে সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট যে কোন একটিতে আবেদন করতে পারেন। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা এখানে নাগরিকেরা মৌলিক অধিকার ভোগ করবে কিন্তু অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্য করা হলে বা বঞ্চিত হলে তার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নামে পরিচিত। শুধু তাই নয় জনস্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে মামলাগুলি রয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতেও কিন্তু কোন একজন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্ট অথবা হাইকোর্টে রিট পিটিশন করতে পারে। সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারের মধ্য সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট পাঁচ রকমের লেখ জারি করতে পারে। এই লেখাগুলি হল - বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা ও উৎপ্রেষণ। ভারতীয় সংবিধানের জনক ডক্টর বি আর১৬. আম্বেদকর ৩২ নম্বর ধারাকে "হৃদয় ও আত্মা" বলেছেন। ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন ধর্মের,বর্ণের, সম্প্রদায়ের মানুষজন বসবাস করে। মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নাগরিকরা বঞ্চিত হলে বারে বারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ১৯৫০ সালের রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য ১৭.মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নিজেকে "মৌলিক অধিকারের জমিনদার ও রক্ষাকর্তা বলে অভিহিত করে"।

4. CONCLUSION

ভারতীয় সমাজে নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার হলো আশীর্বাদ স্বরূপ। পরাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণের যে ভেদাভেদ ছিল তা অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতিটা ভারতীয় নাগরিক জাত, ধর্ম,বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরিভাবে সমান মর্যাদা ভোগ করতে পারি না। এখনো আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে দেখতে পাই যে উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা নিম্ন বর্ণের প্রতি অত্যাচারের কথা উঠে আসছে। সম্প্রতি ভারতের একটি রাজ্যে উচ্চবর্ণের শিক্ষক মহাশয় এর দ্বারা নিম্ন বর্ণের একটি ছাত্রের প্রতি অমানবিক আচরণ আচরণের কথা। আজও সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীকে

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

অস্পৃশ্য বলে একপেশে করে রাখা হয়ে থাকে। আজও আমরা শুনতে পাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, অনেক জায়গাতেই একটি বিশেষ শ্রেণীকে মুচি,মেথর, অস্পৃশ্য, এই বলে অপমান করতে। যা কিন্তু বারে বারে মৌলিক অধিকারের একটি নেতিবাচক দিক হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়। সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত বিষয়গুলি একটি অভিশাপ হিসেবে ভারতীয় জনসমাজে রয়েই গেছে। অভাবের তাড়নায় অনেক ছোট ছোট বালক রাস্তার ধারে চায়ের দোকান, কলকারখানায়, খনিতে অবৈধভাবে কাজ করছে মালিকদের দ্বারা। কিন্তু মৌলিক অধিকার অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কলকারখানায় কাজে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ও জীবন সংগ্রামের টিকে থাকার জন্য এই সমস্ত শিশুদের কাজকর্ম করতে হচ্ছে। এই সমস্ত নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও মৌলিক অধিকার ভারতীয় সমাজে ও নাগরিকদের বেঁচে থাকার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বহু ধর্ম বিশিষ্ট এই দেশে প্রতিটা ধর্ম স্বাধীনভাবে নিজে নিজে ক্ষেত্রে ধর্ম আচরণ করতে পারছে। নিজেদের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার সাথে সংরক্ষণ করতে পারছে। তাই ভারতীয় জনসমাজে নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

REFERENCES

1. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৬৫।
2. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৬৬।
3. গায়েন সুবীর। উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সাঁতরা পাবলিকেশন; পৃ. ১১৯।
4. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৭৭।
5. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ৭৩।
6. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৭৭।
7. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৭৮।
8. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৮৭।
9. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ৮৪।
10. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ৮৮।
11. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ৮৮।
12. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৯১।
13. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ৯২।
14. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৯৩।
15. কাশ্যপ সুভাষ; অনুবাদ: পার্থ সরকার। আমাদের সংবিধান। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া; পৃ. ৯৬।
16. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ৯৩।
17. মুখোপাধ্যায় অমল কুমার। ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা। শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা; পৃ. ৯৫।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

সত্য বর ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের একজন স্বাধীন লেখক ও গবেষক। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধ্যয়ন। প্রবন্ধ রচনা ও সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি স্থানীয় জ্ঞান ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে এবং সমকালীন সাহিত্য ও সামাজিক আলোচনায় অবদান রাখতে সচেষ্ট।

© 2026 সত্য বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/